প্রশ্ন ঃ ডিজিটাল ডকুমেন্টশন বলতে কী বোঝ ? জাদুঘরে ডিজিটাল ডকুমেন্টশনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা কর। (১০)

উত্তর ঃ কম্পিউটার পদ্ধতি প্রচলনের ফলে মিউজিয়ামে সংগৃহীত নিদর্শনের তথ্য-অনুসন্ধান, যাচাই-বাছাই, প্রশাসনিক, আর্থিক, গবেষণা ও দেশীয়-আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সার্বিক যোগাযোগের ক্ষেত্রটি প্রসারিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে মিউজিয়ামবিদ্যায় কম্পিউটার পদ্ধতি বা ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত সময়ে পদ্ধতিগত সুবিন্যস্তকরণের দ্বারা কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারকে সংগ্রহশালার ক্ষেত্রে 'ডিজিটাল ডকুমেন্টশন' (digital documentation) বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এটি 'কম্পিউটার ডকুমেন্টশন' (computer documentation) নামেও পরিচিত।

ডিজিটাল ডকুমেন্টশনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

সংগ্রহশালায় নিদর্শনের যাবতীয় সংগৃহীত তথ্য, নব্য সংগ্রহশালা বা সংগ্রহশালা স্থাপনের পরিকল্পনা, জনবল নিয়োগ, আর্থিক পরিকল্পনা, ব্যয় পরিকল্পনা, ফটোগ্রাফি ও বিভিন্ন তথ্যের সম্মিলিত সংরক্ষণ, তথ্য-চিত্র প্রণয়ন, সংখ্যাচিত্রের সারণী প্রস্তুত করা হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে। এইসব তথ্য জনবল প্রয়োগ করে উপাত্ত (Data) প্রস্তুত করে কম্পিউটারের প্রোগ্রামে সংযোজন করে ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারে ওয়েবসাইট খুললেই তৎক্ষণাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট সংগ্রহশালার বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হয়। এছাড়া প্রয়োজনে তথ্যের সংযোজন, সংশোধন এবং প্রিন্ট বের করে সুবিধামত কাজে ব্যবহৃত হয়। আধুনিককালে কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্যের ব্যবস্থাপনা কি কি ধরনের কতটুকু সীমারেখার মধ্যে থেকে যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করে তা সহজে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বলা যায়, এর প্রয়োজনীয়তার কোনো সীমা নেই। এইরূপ প্রয়োজনীয়তাসমূহ নীচে বর্ণনা করা হল।

১। কম্পিউটার থেকে অবিকল অনুলিপি এবং এর বহু প্রিন্ট কপি বের করা যায়।

২। কম্পিউটারে তথ্য ধারণ করা হলে এইরূপ তথ্য-উপাত্ত সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্ধন ও সম্পাদন করা সহজ হয়।

৩। কম্পিউটারে ধারণকৃত তথ্য যাচাইকরণ (Verification), তথ্যের ত্রুটি-ভ্রম পরীক্ষা এবং সংশোধন করা সুবিধাজনক।

৪। শ্রেণিবিন্যাসকরণের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার সুবিধাজনক। এর দ্বারা চাহিদামতো তথ্যের বিভাজন, গোত্র-দলে বিভক্তিকরণ করা যায়।

৫। মজুদকরণ (Storing)-এর ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার অনেক প্রয়োগজনিত সুবিধা প্রদান করে। তথ্য সংগ্রহ করে কম্পিউটারে ট্রান্সফার করে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

৬। কম্পিউটারের মাধ্যমে বিন্যাসিত চাহিদা অনুসারে তথ্য লাভ করা যায়। তথ্য সারণী/বিবরণী প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রেও এটি সহায়ক হয়।

৭। ক্যালকুলেশন সংখ্যাত্বক তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি সাহায্য করে।

৮। পরিসংখ্যান ভিত্তিক সংখ্যাত্ত্বক তথ্য সরবরাহ ও বিশ্লেষণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

৯। ওয়েবসাইটের সাথে সংযোগ বা ইন্টারনেট কানেকশনের মাধ্যমে এক বা একাধিক সংগ্রহশালার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভবপর হয়।

১০। কম্পিউটারের মাধ্যমে ইতিপূর্বে ধারণ করা তথ্যের উপর রিসার্চ প্রজেক্ট, ডাটা ব্যাঙ্ক, ডাটা বিশ্লেষণকরণ করা যায়।

১১। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, জরিপ অথবা অনুসন্ধান সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল মাধ্যমে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায়।

১২। অরিজিনাল ডকুমেন্টস, কাগজি দলিলপত্র, দাপ্তরিক যোগাযোগের মূলপত্রাবলী ইত্যাদি কম্পিউটার স্ক্যানিং করে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

১৩। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও সম্প্রসারণের কারণে কম্পিউটার প্রোগ্রামেরও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এর ফলে কাজের গতি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি নতুন নতুন পদ্ধতি ডকুমেন্টশন পদ্ধতিতে ব্যবহারের সুযোগ থাকে।

১৪। দেশের অভ্যন্তরের সংগ্রহশালাগুলি থেকে চুরি, খোয়া যাওয়া, হারানো এবং বেহাত হওয়া নিদর্শন/পুরাবস্তু পাচার রোধে ডিজিটাল প্রযুক্তি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এইরূপ ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটলে তৎক্ষনাৎ তা বিশ্ববাসীর নজরে পড়ে।

প্রশ্ন ঃ ডিজিটাল (কম্পিউটার) ডকুমেন্টশনে আবশ্যক ম্যানুয়াল ইনফরমেশন প্রস্তুতের পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। (১০)